গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
প্রশাসন-৩ শাখা

সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট এপ্রিল, ২০২৩-এর বিভাগীয় কমিশনার সমন্বয়সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	মোঃ আবদুল্লাহ আল মাসুদ চৌধুরী সচিব
সভার তারিখ	১৩ এপ্রিল ২০২৩
সভার সময়	সকাল ০৯.৩০-১০.০০ টা
স্থান	সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট-ক

সভাপতি সভার শুরুতে সকলকে শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানিয়ে সূচনা বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি বলেন, বিভাগীয় কমিশনারবৃন্দ মাঠ পর্যায়ে সরকারের সকল কর্মসূচি ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ড তদারকি ও সমন্বয়ের দায়িত্বের কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়োজিত রয়েছেন। বিভাগীয় কমিশনারগণের সার্বিক সহযোগিতায় সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন অধিদপ্তরসমূহের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম আরও গতিশীল হবে মর্মে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিষয়সমূহ উপস্থাপন করার জন্য তিনি যুগ্মসচিব (প্রশাসন অধিশাখা)-কে অনুরোধ করেন।

অতঃপর যুগ্মসচিব (প্রশাসন অধিশাখা) আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিষয়সমূহ সভায় উপস্থাপন করেন। সভায় উপস্থিত এ বিভাগের অধীন অধিদপ্তর প্রধান ও বিভাগীয় কমিশনারগণ জনগণকে প্রদত্ত সেবার মানোন্নয়ন ও গুণগত মান বজায় রেখে নির্ধারিত সময়ে প্রকল্প বাস্তবায়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করে বক্তব্য প্রদান করেন। বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয় :

২। বিগত সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ : গত ১৩ মার্চ ২০২২-এ অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণীতে কোন প্রকার সংশোধনী না থাকায় তা দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

৩। অধিদপ্তরওয়ারি আলোচনা :

ক. কারা অধিদপ্তর :

ক্রম	বিষয় ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী

ক.	**কারাগার পরিদর্শন :** কারা মহাপরিদর্শক সভাকে জানান ফেব্রুয়ারি, ২০২৩-এ কারা উপমহাপরিদর্শক ২৪টি, বিজ্ঞ সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ এবং বিজ্ঞ জেলা ও দায়রা জজ ১০টি, বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ৬৩টি, বেসরকারি কারা পরিদর্শকগণ ১২টি, মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি ৮টি কারাগার এবং কারা মহাপরিদর্শক জানুয়ারি, ২০২৩-এ কক্সবাজার ও ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয়/জেলা কারাগার এবং ফেব্রুয়ারি ২০২৩-এ ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরাণীগঞ্জ পরিদর্শন করেন।	১) জেলা ম্যাজিস্ট্রেট/অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ কর্তৃক কারাগারগুলোর পরিদর্শন অব্যাহত রাখতে নির্দেশ প্রদান করতে হবে। ২) পর্যবেক্ষণ/সুপারিশ পরিদর্শন বইয়ে মন্তব্যসহ লিপিবদ্ধ করতে হবে। ৩) গুরুতর কোন অনিয়ম পরিলক্ষিত হলে প্রতিবেদন আকারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে হবে।	**বিভাগীয় কমিশনার (সকল)/কারা অনুবিভাগ প্রধান/ কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর।**
খ.	**কারাবন্দিদের হাসপাতালে অবস্থান :** কারা মহাপরিদর্শক সভাকে জানান, ০১ এপ্রিল ২০২৩ এ কারাগারে আটক বন্দির সংখ্যা ৭৬,৯০১ জন। তন্মধ্যে কারাগারের বাহির হাসপাতালে চিকিৎসাধীন কয়েদি/হাজতি বন্দিদের মার্চ, ২০২৩ এর ২য় পাক্ষিক অনুসারে ৮০ জন বন্দি চিকিৎসাধীন রয়েছে।	১. সিভিল সার্জন এর সহায়তায় দৈবচয়ন পদ্ধতিতে কারাভ্যন্তরে এবং কারাগারের বাইরের হাসপাতালে ভর্তিকৃত কারাবন্দিদের শারিরীক অবস্থার খোঁজ-খবর নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার যৌক্তিকতা যাচাই কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে;	**সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার/কারা অনুবিভাগ প্রধান/ কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর।**
গ.	**কারাগারের জন্য জমি অধিগ্রহণ :** কারা মহাপরিদর্শক সভাকে জানান, খাগড়াছড়ি জেলা কারাগারের ১১.৫৪ একর জমি স্থায়ীবন্দোবস্ত প্রদানের জন্য ১৬.১১.২০২২ তারিখে জেলা প্রশাসক বরাবর পুনরায় প্রস্তাব প্রেরণ করেন। এ সমস্যা সমাধানকল্পে তিনি বিভাগীয় কমিশনার চট্রগ্রামের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এছাড়া তিনি জানান, মৌলভীবাজার জেলা কারাগারের জন্য ২.৭৪৫০ একর জমি ২৮.০৩.২০২২ তারিখে কারা কর্তৃপক্ষকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে।	১) খাগড়াছড়ি জেলা কারাগারের প্রস্তাবিত ১১.৫৪ একর জমি স্থায়ী বন্দোবস্ত প্রদানের জন্য চলমান বন্দোবস্তী মামলার ব্যাপারে কার্যকরি ব্যবস্থা গ্রহণের পার্বত্য জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার সাথে ব্যক্তিগত ও দাপ্তরিক যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। ২) খাগড়াছড়ি জেলা কারাগারের জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম দ্রুততার সাথে সম্পাদনের জন্য জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়িকে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণকল্পে বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবেন এবং গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতি পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করবেন।	**সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার/কারা অনুবিভাগ প্রধান/ কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর।**

ঘ.	**কারাগারের খাদ্যের মান তদারকিকরণ : সভাকে জানানো হয়,** প্রত্যেক কারাগারের কারা ক্যান্টিনের বিক্রয়যোগ্য সকল পণ্যের স্পষ্ট মূল্য তালিকা ইতোমধ্যে উপযুক্ত স্থানে ঝুলিয়ে রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।	১) কারাগারে খাদ্যের মান স্বাভাবিক রাখতে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটগণ কর্তৃক নিয়মিত মনিটরিং কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে বিভাগীয় কমিশনারগণকে সমন্বয়সভায় এজেন্ডাভুক্ত করে আলোচনা করতে হবে। ২) কারাগারের ক্যান্টিনসমূহের মূল্য তালিকা ও খাবারের মানের উপর নজরদারি আরো বৃদ্ধি করতে জেলা প্রশাসকগণকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিতে হবে।	**সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার/কারা অনুবিভাগ প্রধান/ কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর।**
ঙ.	**কারাগারের নামে অধিগ্রহণকৃত জমির রেকর্ড সংশোধন :** কারা মহাপরিদর্শক সভাকে জানান, কারাগারের জমির রেকর্ড সংশোধনের নিমিত্ত ৯টি মামলা (১.মাদারীপুর-২, ২.ময়মনসিংহ, ৩.মৌলভীবাজার, ৪.খাগড়াছড়ি, ৫.চাঁদপুর, ৬.রাজশাহী, ৭.কিশোরগঞ্জ-২, .শরীয়তপুর ও ৯.কুমিল্লা) জমির মামলা চলমান রয়েছে। উল্লেখ্য, শরীয়তপুর জেলা কারাগারের জমির রেকর্ড সংশোধনের গেজেট জারির অপেক্ষায় রয়েছে। তিনি অধিগ্রহণকৃত জমির রেকর্ড সংশোধনকল্পে এ সকল মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনারগণের দৃষ্টি আর্কষণ করেন। তিনি সভাকে আরও জানান, ৭৩টি (পুরাতন ৫টিসহ) কারাগারের মধ্যে ৪০টি কারাগারের জমি কারা কর্তৃপক্ষের নামে রেকর্ডভুক্ত। অপর ৩৩টি কারাগারের মধ্যে ৯টি কারাগারের জমির রেকর্ড সংশোধনের জন্য দায়েরকৃত মামলা চলমান রয়েছে। ২৪টি কারাগারের জমি কারাগারের নামে রেকর্ডভুক্ত করার লক্ষ্যে মামলা দায়ের করার জন্য কাগজপত্র সংগ্রহের কাজ চলমান আছে। কাগজপত্র সংগ্রহের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক ও বিভাগীয় কমিশনার এর সহযোগিতা প্রয়োজন।	১) ৩৩টি কারাগারের জমির মালিকানা অন্যের নামে রেকর্ডভুক্ত আছে। এ সকল কারাগারগুলোর জমির রেকর্ড সংশোধন সংক্রান্ত কার্যক্রম দ্রুত সম্পাদনের জন্য জেলা প্রশাসকগণকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করতে হবে। ২) মাদারীপুর-২, ময়মনসিংহ, মৌলভীবাজার, খাগড়াছড়ি, চাঁদপুর, রাজশাহী, কিশোরগঞ্জ-২, শরীয়তপুর ও কুমিল্লা এ ৯টি কারাগারের জমির রেকর্ড সংশোধনের কার্যক্রম আগামী সমন্বয়সভা অনুষ্ঠানের পূর্বেই নিষ্পত্তি করে সভাকে অবহিত করতে হবে। ৩) কারাগারের অধিগ্রহণকৃত জমির রেকর্ড সংশোধন বিষয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের সাথে যোগাযোগ করে দ্রুত রেকর্ড সংশোধন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে আইজি প্রিজনকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা জারি করতে হবে এবং আগামী সভার পূর্বেই এ বিষয়ে কি কি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে তার বিস্তারিত তথ্যাদি সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	**সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার/কারা অনুবিভাগ প্রধান/ কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর।**

চ.	**অবৈধভাবে দখলকৃত কারাগারের জমি উদ্ধার :** কারা মহাপরিদর্শক সভাকে জানান, সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগারের মালিকানাধীন কিছু জমি বিপণী বিতানের জন্য এবং কিছু জমি পুকুর (ধোপাদিঘী) অন্যদের নামে লিজ দেওয়া হয়েছে। অবৈধ দখল উচ্ছেদ করে কারাগারের জমি কারা কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণে নেয়ার লক্ষ্যে কারা কর্তৃপক্ষের চেষ্টা অব্যাহত আছে মর্মে মহাপরিদর্শক (কারা অধিদপ্তর) সভাকে অবহিত করেন। **বিভাগীয় কমিশনার সিলেট :** সিলেট জেলার কেন্দ্রীয় কারাগার-২ (পুরাতন) এর ৮৮ শতাংশ জমি পৌর বিপনী মার্কেট এবং ৩.৬১৮৮ একর পুকুর (ধোপাদিঘী) সিলেট সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক লীজ দেয়ায় কারা কর্তৃপক্ষের জমি উদ্ধারের জন্য অবৈধ স্থাপনা সরিয়ে নেয়ার নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পত্র যোগাযোগ অব্যাহত আছে।	১) সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগারের ৮৮ শতাংশ জমি পৌর বিপনী মার্কেট এবং ৩.৬১৮৮ একর-এর পুকুর (ধোপাদীঘি) সিলেট সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক লিজ দেওয়ায় কারা কর্তৃপক্ষের বেদখলে থাকা জমি উচ্ছেদ সংক্রান্ত মহামান্য হাই কোর্টে রিট মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ২) দেশের বিভিন্ন কারাগারের জমির অবৈধ দখল উচ্ছেদের বিষয়ে কি কি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে তা আগামী সমন্বয়সভায় আইজি প্রিজন এতদ্বিষয়ে একটি প্রতিবেদন উপস্থাপন করবেন।	**সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার/কারা অনুবিভাগ প্রধান/ কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর।**
ছ.	**জরাজীর্ণ কারাভবনসমূহের মেরামত ও সংস্কার :**	১) দেশের যেসব পুরাতন কারাভবন অতিশয় জরাজীর্ণ ও নিরাপত্তা ঝুঁকিতে রয়েছে তা দ্রুত মেরামত/সংস্কার/পুনর্নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এসকল ভবনের তালিকা প্রস্তুত করে পরবর্তী সমন্বয়সভায় প্রতিবেদন আকারে উপস্থাপন করতে হবে। ২) ৩১ মে তারিখের মধ্যে এতদসংক্রান্ত ডিপিপি এর খসড়া সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।	**সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার/কারা অনুবিভাগ প্রধান/কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর।**

জ.	**কারাবন্দিদের শ্রেণিবিন্যাসকরণ :** বিভাগীয় কমিশনার চট্রগ্রাম সভাকে জানান, তার বিভাগের একটি কারাগারের পরস্পরবিরোধী সশস্ত্র সন্ত্রাসী গোষ্ঠির কয়েকজন সদস্য বন্দি রয়েছে। তাদের আদালতে নিয়ে যাওয়া বা আদালত থেকে কারাগারে ফেরত আনা নেওয়াতে নিরাপত্তা জনিত ঝুঁকি রয়েছে। কাজেই নিরাপত্তা ঝুঁকি এড়াতে তাদের ভার্চুয়াল কোর্টে হাজির করানো যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে সভাপতি বলেন, ইতোমধ্যে ভার্চুয়াল কোর্ট চালু করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সদয় দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই গুরুত্বপূর্ণ কারাগারসমূহে ভার্চুয়াল কোর্টের সুবিধা চালু করা হবে। পর্যায়ক্রমে অন্যান্য কারাগারেও এ সুবিধা সম্প্রসারণ করা হবে।	১) যে সকল জঙ্গি চাঞ্চল্যকর মামলায় কারাগারে বন্দি আছে তাদেরকে বিভিন্ন সেলে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রাখার ব্যবস্থাসহ নিয়মিত নজরদারি অব্যাহত রাখতে হবে। ২) বিভাগীয় কমিশনার, চট্রগ্রাম তাঁর বিভাগের একটি কারাগারের পরস্পরবিরোধী সশস্ত্র সন্ত্রাসী গোষ্ঠির কয়েকজন সদস্য বন্দি, তাদের আদালতে নিয়ে যাওয়া বা আদালত থেকে কারাগারে ফেরত আনা নেওয়াতে নিরাপত্তা জনিত ঝুঁকি, ভার্চুয়াল কোর্ট বিষয়ে বিভাগীয় কমিশনার চট্টগ্রাম লিখিতভাবে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব প্রেরণ করবেন।	**সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার/কারা অনুবিভাগ প্রধান/ কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর।**
ঝ.	**কারা বন্দিদের চিকিৎসা সেবা :** কারা মহাপরিদর্শক সভাকে জানান, হাসপাতালসমূহে অনুমোদিত ১৪১টি চিকিৎসক পদের মধ্যে প্রেষণে ১২৫ জন চিকিৎসক বিভিন্ন কারাগারে কর্মরত রয়েছেন এবং ১৬টি পদ শূন্য রয়েছে।	১) কারাবন্দিদের চিকিৎসা সেবা প্রদান অব্যাহত রাখার নিমিত্ত হাসপাতালসমূহে কর্মরত ডাক্তারগণের মধ্য হতে সংযুক্তিতে কারা হাসপাতালসমূহে ডাক্তার পদায়নে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	**সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার/কারা অনুবিভাগ প্রধান/ কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর।**

খ. ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অদিধপ্তর :

ক্রম	বিষয় ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
ক.	মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর সভাকে জানান যে দুর্যোগে-দুর্ঘটনায় প্রাণ বাজি রেখে জনগণের জীবন ও সম্পদ রক্ষায় অনন্য অবদান রাখার স্বীকৃতি হিসাবে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এ বছর **"সমাজসেবা/জনসেবায়" প্রাতিষ্ঠানিক ক্যাটগরিতে স্বাধীনতা পদকে** ভূষিত হয়েছে। তিনি এ জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ও সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।	১) দুর্যোগে-দুর্ঘটনায় প্রাণ বাজি রেখে জনগণের জীবন ও সম্পদ রক্ষায় অনন্য অবদান রাখার স্বীকৃতি হিসাবে এ বছর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর **"সমাজসেবা/জনসেবায়" প্রাতিষ্ঠানিক ক্যাটগরিতে স্বাধীনতা পদক ২০২৩**-এ ভূষিত হওয়ায় এ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকসহ সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে অভিনন্দন জানানো হয়।	**বিভাগীয় কমিশনার(সকল)/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান/ মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর।**

খ.	**অগ্নিনিরোধ ও প্রতিরোধে গণসচেতনতা জোরদারকরণ :** মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস সভাকে জানান, মার্চ, ২০২৩ পর্যন্ত ৫০ হাজার ২১১ জন স্বেচ্ছাসেবককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। মহড়া অনুষ্ঠান অব্যাহত আছে। এছাড়া বিভাগীয় কমিশনার, ময়মনসিংহ জানান, শেরপুর জেলায় ২টি মহড়া পরিচলনা করা হয়েছে এবং বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট জানান মৌলভীবাজার মার্চ, ২০২৩-এ ১৪টি মহড়া ও ১৫টি গণসংযোগ টপোগ্রাফীর আয়োজন করা হয়েছে। বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট জানান, মার্চ, ২০২৩ এ ৬টি সার্ভে, ২০টি মৌলিক প্রশিক্ষণ বাস্তাবায়নসহ ৫টি সড়ক দুর্ঘটনা মোকাবেলা করা হয়েছে। মৌলভীবাজার জেলায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স কর্তৃক মার্চ, ২০২৩ এ ৭টি সার্ভে, ১২টি মৌলিক প্রশিক্ষণ আয়োজনসহ ১৭টি অগ্নিকান্ড প্রতিরোধ এবং ১৮টি সড়ক দুর্ঘটনা মোকাবেলা করা হয়েছে।	১) এলাকাভিত্তিক স্কুল-কলেজে অগ্নিনিরোধ সংক্রান্ত সচেতনতা বৃদ্ধি ও দুর্ঘটনা প্রতিরোধে নিয়মিত মহড়া অনুষ্ঠান অব্যাহত রাখতে হবে; ২) ভূমিকম্পসহ যেকোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ-দুর্বিপাক মোকাবেলায় স্বেচ্ছাসেবকদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং তালিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে; ৩) মাঠ পর্যায়ে অগ্নিমহড়ার সংখ্যা বাড়াতে হবে; ৪) শিল্প কল-কারখানায় অগ্নিঝুঁকি হ্রাসে নিয়মিত তদারকি বাড়াতে হবে; ৫) যেসব আবাসিক ভবন, বিপণি বিতান ঝুকিপূর্ণ হয়ে পরেছে তা চিহ্নিত করে তা ব্যবহার করা থেকে জনগণকে বিরত রাখার ব্যবস্থা নিতে হবে; ৬) বিদ্যুতের শর্ট সার্কিট থেকে বিভিন্ন সময় অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটে এ ঝুঁকি এড়াতে ব্যবহৃত তারের মান উৎপাদন পর্যায়ে নিশ্চিত করার জন্য বিশেষ উদ্যোগ নিতে বিএসটিআইকে অনুরোধ জানিয়ে পত্র প্রদান করতে হবে।	**বিভাগীয় কমিশনার(সকল)/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান/ মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর।**

<table>
<tr>
<td>গ.</td>
<td>দেশের সকল স্তরে অগ্নিনির্বাপণ, জরুরি উদ্ধার, জরুরি বহিগর্মন ও প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ক প্রশিক্ষণ/ফায়ার ড্রিল-এর আয়োজন।</td>
<td>১)দেশের সকল স্তরে অগ্নিনির্বাপণ, জরুরি উদ্ধার, জরুরি বহিগর্মন ও প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ক প্রশিক্ষণ/ফায়ার ড্রিল এর আয়োজন করা” মন্ত্রিসভা বৈঠকের এ সিদ্ধান্ত মোতাবেক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত রাখতে হবে।</td>
<td>বিভাগীয় কমিশনার(সকল)/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান/ মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর।</td>
</tr>
<tr>
<td>ঘ.</td>
<td>প্রয়োজনীয় জনবল সংবলিত ডুবুরি ইউনিট গঠন : মহাপরিচালক ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স জানান, বন্যা/দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় উদ্ধার কাজ পরিচালনার লক্ষ্যে দেশের প্রতিটি জেলায় একটি করে ডুবুরি ইউনিট গঠনের জন্য ০৯ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখে ৬×৬৪=৩৮৪টি পদ সৃজনের প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ২৫৬টি পদ সৃজনের জন্য সম্মতি জ্ঞাপন করে। ২১ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে অর্থ বিভাগ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সম্মতিকৃত ২৫৬টি পদের স্থলে প্রতিটি বিভাগে ৪টি করে ৮টি বিভাগে মাত্র ৪×৮=৩২টি পদ সৃজনের সম্মতি জ্ঞাপন করে। অবশিষ্ট ২২৪টি পদ সৃজনের জন্য ১৬ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে পুনরায় প্রস্তাব প্রেরণ করলে ১৯ অক্টোম্বর, ২০২০ তারিখে অসম্মতি প্রদান করে। প্রয়োজন অনুযায়ী আবশ্যকীয় স্থানে বিদ্যমান (৪৯+৩২)= ৮১ জনবলকে পুর্নবিন্যাসের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অনুরোধ জানায়। বিভাগীয় কমিশনার সিলেট ও বিভাগীয় কমিশনার বরিশাল তার বিভাগে কিছু ডুবুরী পদায়নের জন্য সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।</td>
<td>১) অধিদপ্তরের বিদ্যমান জনবল কাঠামো পূনর্বিন্যাস করে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ডুবুরি পদায়ন করতে হবে।

২) চাহিদা অনুযায়ী ডুবুরি ইউনিট গঠনের লক্ষ্যে পদ সৃজনে অর্থ বিভাগের সম্মতির জন্য পূনরায় প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।</td>
<td>বিভাগীয় কমিশনার(সকল)/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান/ মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর।</td>
</tr>
<tr>
<td>ঙ.</td>
<td>জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত মামলা :
<table>
<tr><th>বিভাগ</th><th>জেলা</th><th>মামলা নং</th><th>কোর্টের নাম</th></tr>
<tr><td>ময়মনসিংহ</td><td>নকলা, শেরপুর</td><td>মামলা নং-১৪/২০০৬</td><td>জেলা জজকোর্ট, শেরপুর</td></tr>
<tr><td rowspan="2">চট্টগ্রাম</td><td>পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম</td><td>রিট পিটিশন নং-১১৮৪৪/২০১৩</td><td>মহামান্য হাইকোর্টে</td></tr>
<tr><td>মহালছড়ি, খাগড়াছড়ি</td><td>রিট পিটিশন নং-৩৮৪/২০১৭</td><td>মহামান্য হাইকোর্টে</td></tr>
<tr><td>খুলনা</td><td>পাইকগাছা, খুলনা</td><td>রিট পিটিশন নং-৭০৫৮/২০১৩</td><td>মহামান্য হাইকোর্টে</td></tr>
<tr><td>বরিশাল</td><td>বরিশাল সদর</td><td>রিট পিটিশন নং-৩৭৯৭/২০১৫</td><td>মহামান্য হাইকোর্টে</td></tr>
</table>
বিভাগীয় কমিশনার, ময়মনসিংহ সভাকে</td>
<td>১) শেরপুর জেলার নকলা ফায়ার স্টেশন, চট্রগ্রাম জেলার পতেঙ্গা ফায়ার স্টেশন, খাগড়াছড়ি জেলার মহালছড়ি ফায়ার স্টেশন, খুলনা জেলার পাইকগাছা ফায়ার স্টেশন ও বরিশাল সদর ফায়ার স্টেশন নির্মাণের মামলা নিষ্পত্তিকরণ অগ্রগতি অসন্তুষজনক। সরকারি অর্থের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরকে এ সকল মামলা দ্রুত</td>
<td>বিভাগীয় কমিশনার(সকল)/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান/ মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর।</td>
</tr>
</table>

	জানান, শেরপুর জেলার নকলা উপজেলায় অধিগ্রহণকৃত জমিতে ফায়ার স্টেশনের নির্মাণকাজ ৬৫% সম্পন্ন হয়েছে। জমির মালিক রিট পিটিশন দায়ের করায় বর্তমানে কাজ বন্ধ রয়েছে।	নিষ্পত্তিকরণে দৃশ্যমান উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। বিশেষ করে অধিদপ্তরের নিযুক্ত আইনজীবী/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট সলিসিটর অফিসের সাথে যোগাযোগ করছেন কিনা প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত আদালতে উপস্থাপন করছেন কিনা এবং মামলাসমূহকে কজলিস্টে আনার জন্য কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে ইত্যাদি তথ্যাদি পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে। এ বিষয়ে বিভাগীয় কমিশনারগণকেও প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করতে হবে। ২) নেত্রকোনা জেলার খালিয়াজুরিতে স্থাপিত ফায়ার স্টেশনে প্রবেশের জন্য রাস্তা নির্মাণ করতে হবে এবং শেরপুর জেলার নকলা উপজেলায় অধিগ্রহণকৃত জমিতে ফায়ার স্টেশনের নির্মাণকাজ সম্পাদনে আরো তৎপর হওয়া প্রয়োজন। এজন্য জেলা প্রশাসন ও স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের সহায়তা নেয়া যেতে পারে।	

চ.	**ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপনের জন্য জমি অধিগ্রহণ প্রস্তাবের তালিকা :** **বিভাগ** | **জেলা** | **উপজেলা/থানা** ময়মনসিংহ-১টি | ময়মনসিংহ | ময়মনসিংহ সদর রংপুর-১টি | রংপুর | রংপুর সদর **মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর জানান যে,** ফায়ার স্টেশন স্থাপনের জন্য জমি অধিগ্রহণ প্রস্তাবের ময়মনসিংহ জেলায় ৬টি (রহমতপুর বাইপাস-ময়মনসিংহ, আকুয়া ফুলবাড়িয়া, বাসস্ট্যান্ড-ময়মনসিংহ, শম্ভুগঞ্জ বাজার-ময়মনসিংহ, গফরগাঁও-পাগলা-ময়মনসিংহ, তারাকান্দা-ময়মনসিংহ, ঈশ্বরগঞ্জ-মধুপুর-ময়মনসিংহ এবং জামালপুর জেলায় ২টি নরুন্দী বাজার-জামালপুর, তারাকান্দি-জামালপুর মোট ৮টি ফায়ার স্টেশনের মধ্যে প্রস্তাবিত দেশের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ৫৬টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্পে ৫টি (নাইক্ষ্যংছড়ি, দৌলতপুর, বালাগঞ্জ, আজমিরীগঞ্জ ও ভূরুঙ্গামারী) স্টেশন, প্রস্তাবিত দেশের দক্ষিণাঞ্চলে (চট্টগ্রাম, খুলনা, ও বরিশাল বিভাগ) গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/থানা সদর/স্থানে ৫১টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্পে ২টি (ভাটিয়ারী ও হালিশহর) এবং প্রস্তাবিত দেশের উত্তারাঞ্চলের (রাজশাহী, রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগ) গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/থানা সদর/স্থানে ৫৬টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্পে ১টি (সিলেট সদর) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রকল্প ৩টির ডিপিপি পুনর্গঠন কাজ চলমান রয়েছে।	১)সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনাগণকে তাঁর আওতাধীন ফায়ার স্টেশনসমূহের ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে জেলা প্রশাসকগণকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করতে হবে। ২)ময়মনসিংহ বিভাগের ময়মনসিংহ জেলায় ৬টি (রহমতপুর বাইপাস-ময়মনসিংহ, আকুয়া ফুলবাড়িয়া, বাসস্ট্যান্ড-ময়মনসিংহ, শম্ভুগঞ্জ বাজার-ময়মনসিংহ, গফরগাঁও-পাগলা-ময়মনসিংহ, তারাকান্দা-ময়মনসিংহ, ঈশ্বরগঞ্জ-মধুপুর-ময়মনসিংহ এবং জামালপুর জেলায় ২টি নরুন্দী বাজার-জামালপুর, তারাকান্দি-জামালপুর মোট ৮টি ফায়ার স্টেশন স্থাপনের জন্য জমি নির্বাচন কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।	**বিভাগীয় কমিশনার(সকল)/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান/ মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর।**

গ. মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর :

ক্রম	বিষয় ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
ক.	**মাদকের বিরুদ্ধে গণসচেতনতা জোরদারকরণ :** **মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর সভায় তাঁর অধিদপ্তরের কার্যক্রমের নিম্নরুপে উপস্থাপন করেন :** • জানুয়ারি, ২০২১ হতে মার্চ, ২০২৩ পর্যন্ত ১১ হাজার ৯৩৪টি মাদকবিরোধী	১) জনসচেতনতা সৃষ্টি করে মাদকের চাহিদা হ্রাস, আইন প্রয়োগকারী সকল সংস্থাকে যুক্ত করে দেশে মাদকের প্রবাহ রোধ করে সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ এবং ক্ষতি কমাতে আসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরকে আরো কার্যকরী	**মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/বিভাগীয় কমিশনার (সকল)/ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ প্রধান**

সভা/সেমিনার/ওয়ার্কশপ এবং ৮৫টি স্থানে মাদকবিরোধী শর্ট ফিল্ম ও ফিলার প্রদর্শন করা হয়েছে।

• ৩,৭৭৩টি ডিসপ্লে স্ট্যান্ড, ২১ লক্ষ ১ হাজার ৯১০টি লিফলেট, ১ লক্ষ ৫২ হাজার ৩৪০টি স্টীকার, দেশের ৫টি বিভাগীয় ও জেলা শহরে (ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, কক্সবাজার ও কুষ্টিয়া) "Full Coloured Outdoor LED Display Billboard" স্থাপন, ৫টি Billboard স্থাপন করা হয়েছে।

• অতিরিক্ত সচিব, (প্রশাসন ও অর্থ অনুবিভাগ) মহোদয়ের সভাপত্বিতে ১০.০২.২০২২ তারিখে মাদকের বিরুদ্ধে গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে টিভিসি, টিভি ফিলার ইত্যাদি প্রচারের পূর্বে এর কনটেন্টসমূহ চূড়ান্তকরণ, টিভিসিগুলো সংশোধনপূর্বক ১৪.০২.২০২৩ তারিখে প্রচারের অনুমতি প্রদান, ১-২ মিনিটের ৩৪টি টিভিসি অধিদপ্তরের ইউটিউব ও ফেসবুক পেজে প্রচার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

• জানুয়ারি ২০২০ হতে মার্চ, ২০২৩ পর্যন্ত ৫৯২টি স্থানে মাদকবিরোধী ফিলার প্রদর্শন করা হয়েছে।

• সমন্বিত এ্যাকশন প্ল্যান প্রস্তুতকরণ ও ৮টি বিভাগে, ৬৪টি জেলায় এবং ৪৬৭টি উপজেলায় কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে।

•সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে গণসচেতনতামূলক ছোট ছোট কনটেন্ট প্রচার, বিভিন্ন উৎপাদন সামাগ্রীর/পণ্যের মোড়ক, দাপ্তরিক চিঠিপত্রে মাদকেবিরোধী শ্লোগান/ছবি কিংবা প্রনোদনামূলক (মোটিভেশনাল) কন্টেন্ট যুক্তকরণ, খাত ভিত্তিক শ্লোগান নির্ধারণ, ৩০.০৫.২০২২ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ সচিবসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ অধিদপ্তরের বিভিন্ন দাপ্তরিক চিঠিপত্র যেমন, NOC প্রদান ইত্যাদি পত্রে মাদকবিরোধী শ্লোগান সংযুক্ত করা হয়েছে।

•২০২১ হতে ২০২২ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত সারাদেশে মাদকের ক্ষতিকর তথ্য/মাদকবিরোধী শ্লোগান সংবলিত ৩ হাজার ৭৭৩টি ডিসপ্লে স্ট্যান্ড, ২১ লক্ষ ১ হাজার ৯১০টি লিফলেট, ১ লক্ষ ৫২ হাজার ৩৪০টি স্টীকার, ৩৭ হাজার ৩৯টি মাদকবিরোধী পোস্টার বিতরণ মাদকবিরোধী শ্লোগান/ছবি সংবলিত টি-শার্ট, মগ, ছাতা, কলম,খাতা, ব্যাগ ইত্যাদি তৈরী করে দেশের বিভিন্ন স্থানে বিতরণ করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

ভূমিকা পালন করতে হবে।

২) মাদকের বিরুদ্ধে গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সারাদেশে মাদকবিরোধী সভা-সমাবেশ, সেমিনার, এবং যে সকল জায়গায় জনসমাগম বেশি যেমন, রেল স্টেশন, গুরুত্বপূর্ণ মোড় ইত্যাদি স্থানে সাইনবোর্ড, এলইডি বিলবোর্ড স্থাপন ও টিভি ফিলার প্রদর্শন এবং মাদকের ক্ষতিকর দিকসমূহের উপর নির্মিত ফেস্টুন, ব্যানার এবং ডিজিটাল বিলবোর্ড দৃশ্যমান স্থানে
স্থাপনপূর্বক প্রচারণামূলক কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে;

৩) টিভিসি, টিভি ফিলার ইত্যাদি প্রচারের পূর্বে এর কনটেন্টসমূহ এ বিভাগ এবং অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি ও গণমাধ্যম কর্মী সম্পৃক্ত করে এর সঠিকতা ভালোভাবে যাচাইপূর্বক প্রচার করতে হবে।

৪) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্লাস আরম্ভ করার পূর্বে শ্রেণিশিক্ষক কর্তৃক কয়েক মিনিট মাদক গ্রহণের ফলে মানব দেহে মাদকের প্রভাব ও এর ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে; বিশেষ করে, কিডনী, হার্ট, স্মৃতিশক্তি ও মানুষের জীবনীশক্তি ইত্যাদি নষ্ট কর।

৫) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী কমিটিগুলোকে আরো সক্রিয় করতে হবে।

৬) জেলার আইন-শৃঙ্খলা সভাসহ সমন্বয়সভাসমূহে এবং জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ কর্তৃক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য

বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট তাঁর বিভাগে মাদকবিরোধী কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত উপস্থাপন করেন। তিনি জানান মার্চ ২০২৩ মাসে সিলেট জেলার ৭টি বেসরকারি নিরাময় কেন্দ্র হতে ৬০ জন রোগীকে সেবা প্রদান করা হয়েছে।

•২০২৩ সালে মোট ৩৬ জন মাদকসেবীকে চিকিৎসা প্রদান করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে এনেছে। মৌলভীবাজার জেলায় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে জানুয়ারি, ২০২৩ হতে মার্চ ২০২৩ পর্যন্ত মোট ২২ জন মাদকসেবীকে চিকিৎসা প্রদান করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা হয়েছে।

•সিলেট : সুনামগঞ্জ জেলায় জানুয়ারি,২০২৩ থেকে মার্চ, ২০২৩ মাসে মোট ৬০০টি লিফলেট, ফেস্টুন, স্টিকার বিতরণ, ১টি শর্ট ফিল্ম প্রদর্শন এবং ৯টি আলোচনা সভা ও পথসভার আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়া হবিগঞ্জ জেলায় মাদকের বিরুদ্ধে গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে মাদকবিরোধী সভা সমাবেশ, সেমিনার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। মৌলভীবাজার জেলায় গত জানুয়ারী ২০২৩ থেকে মার্চ ২০২৩ মাস পর্যন্ত ৫৫০ লিফলেট, ফেস্টুন ও স্ট্রিকার ৯৫টি, ১০০০টি ক্যালেন্ডার বিতরণ করা হয়েছে এবং ৪টি আলোচনা সভা ও পথসভা হয়েছে।

বিভাগীয় কমিশনার, ময়মনসিংহ উল্লেখ করেন ময়মনসিংহ বিভাগে এপ্রিল, ২০২২ হতে মার্চ, ২০২৩ পর্যন্ত ১২০টি মাদকবিরোধী সভা-সমাবেশ, সেমিনারসহ সচেতনতামূলক ওয়ার্কশপ করা হয়েছে এবং ১১২৫টি পোস্টার ও লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে।

স্থাপনা পরিদর্শনকালে মাদকবিরোধী বক্তব্য প্রদানের জন্য বিভাগীয় কমিশনারগণকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিতে হবে।

৭) সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ, সমাজের সর্বস্তরের বিশেষ করে শিক্ষক, ধর্মীয় নেতা, বিভিন্ন পেশাজীবী এবং গণমাধ্যমের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় মাদকবিরোধী সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

৮) মাদকের বিরুদ্ধে গণসচেতনতা জোরদারের লক্ষ্যে প্রতিটি বিভাগে এবং জেলা পর্যায়ে মাদকবিরোধী প্রচারণার ওয়ার্কশপ শুরু করতে হবে।

৯) মাদকের বিরুদ্ধে গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে যে সকল জায়গায় জনসমাগম বেশি যেমন, রেল স্টেশন, গুরুত্বপূর্ণ মোড় ইত্যাদি স্থানে কিয়স্কের সংখ্যা বাড়াতে হবে এবং বিলবোর্ডের সংখ্যা হ্রাস করতে হবে।

১০) মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্রে মাদকসেবী হিসেবে চিকিৎসা না করে রোগী হিসেবে চিকিৎসা করতে হবে।

১১) মাদক ব্যবসায়ী এবং মাদকসেবীদের একটি চেক লিস্ট তৈরি করে সচিব সুরক্ষা সেবা বিভাগ বরাবর প্রেরণ করতে হবে।

১২) মাদকসেবী ধরার পর তার এবং পরিবারের কাছ থেকে পরবর্তীতে যেন মাদক সেবন না করে সেই মর্মে বন্ডিং/শর্ত দিয়ে লিখিত নিতে হবে।

		১৩) মামলার সাক্ষী অবসরে গেলে মামলার সাক্ষীর সময় তাকে আর্থিক সহয়তা প্রদান করতে হবে। ১৪) ২৬ জুন আন্তর্জাতিক মাদকবিরোধী দিবস। ২৬ জুন ঈদুল আজহার ছুটি থাকায় ২৬ জুনের পরিবর্তে বাংলাদেশে আগামী ৯ জুলাই দিবসটি উদযাপন করা হবে। যথাযথ গুরুত্ব সহকারে দিবসটি পালনে মাঠ প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা দিতে হবে।	
খ.	**মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮-এর প্রচার, মোবাইল কোর্ট এবং টাস্কফোর্স অভিযান পরিচালনা :** **বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট** এ প্রসংগে সভাকে জানান যে, মার্চ, ২০২৩ এ ৯৫টি অভিযান পরিচালনা করা হয়। এ সকল অভিযানের ১০টি মামলা দায়ের করা হয় এবং ৮ জন ব্যক্তিকে আটক করা হয়। মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে ১৬ জন আসামিকে বিভিন্ন মেয়াদে অর্থদন্ড ও কারাদন্ড প্রদান করা হয়। সুনামগঞ্জ জেলায় মার্চ, ২০২৩ পর্যন্ত মোট ৪১টি মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনা করে ৩৩টি মাদক মামলা রুজু করা হয়েছে। হবিগঞ্জ জেলায় মাদকের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। মৌলভীবাজার জেলায় গত জানুয়ারি, ২০২৩ হতে মার্চ,২০২৩ পর্যন্ত মোট ২৭৯টি অভিযান পরিচালনা করে ৮০টি মামলা রুজু করা হয়েছে। তাছাড়া মাদকপ্রবণ এলাকায় মাদকের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত আছে। | সময়	অভিযান	মামলা	আসামি | |---|---|---|---| | জানুয়ারি, ২০২৩ | ৯,১৩৩ | ২,৪৯৮ | ২,৩১৩ | | ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ | ৮,৬৭১ | ২,৫৩৪ | ২,৩৬৫ | | মার্চ, ২০২৩ | ৮,৭৮৮ | ২,৪৯৭ | ২,৩১৬ | | **মোট** | **২৬,৫৯২** | **৭,৫২৯** | **৬,৯৪৪** |	১)মাদকের বিরুদ্ধে চলমান অভিযান অব্যাহত রাখতে হবে। ২)মাঠ পর্যায়ের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কমিটি কর্তৃক মাদকের অনুপ্রবেশ কিংবা মাদকপ্রবণ এলাকাসমূহ চিহ্নিত করে মাদকের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করতে হবে। ৩) মাদক মামলা দায়েরকালে শুধু মাদকগ্রহণকারীদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু না করে, এর সাথে জড়িত মাদক সরবরাহকারী, মাদকপাচারকারী ও মাদকব্যবসায়ীর বিরুদ্ধেও যেন মামলা দায়ের করা হয় সে ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হবে। ৪) সকল শ্রেণির সরকারি চাকরিতে প্রবেশের সময় বিদ্যমান ব্যবস্থার সাথে ‘ডোপ টেস্ট’ অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে প্রচার-প্রচারণা অব্যাহত রাখতে হবে।	**মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/বিভাগীয় কমিশনার (সকল)/ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ প্রধান**

	বিভাগীয় কমিশনার, ময়মনসিংহ বলেন, ময়মনসিংহ বিভাগে এপ্রিল, ২০২২ হতে মার্চ, ২০২৩ পর্যন্ত মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালিত হয়েছে ৪৭৮১টি, টাস্কফোর্স অভিযান পরিচালিত হয়েছে ৯৫৯টি। মাদক মামলা দায়েরকালে শুধু মাদকগ্রহণকারীদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু না করে এর সাথে জড়িত মাদক সরবরাহকারী, মাদকপাচারকারী ও মাদকব্যবসায়ীর বিরুদ্ধেও যেন মামলা দায়ের করা হয় সে ব্যবস্থা অব্যাহত রয়েছে। এ বিভাগে এপ্রিল, ২০২২ হতে মার্চ, ২০২৩ পর্যন্ত মোট মামলা হয়েছে ১০৯৩টি, নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা ১১৭ টি এবং ১১০৯ জন আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে ।	৫)রাজশাহীর বিউপিতে একটি ক্যাম্প স্থাপন করতে হবে যাতে গাড়ির ট্যাঙ্কের ভিতরে মাদকদ্রব্য না পাচার করতে পারে। ৬) গ্রাম পুলিশ এবং আনসারকে মাদকবিরোধী অভিযানে সম্পৃক্ত করতে হবে। ৭) জেলা পর্যায়ের টাস্কফোর্স কমিটির সভায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের একজন প্রতিনিধিকে উপস্থিত রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য বিভাগীয় কমিশনারগণকে নির্দেশনা প্রদান করা হয় ।	
গ.	**মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র :** মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর জানান যে জানুয়ারি, ২০২২ হইতে মার্চ, ২০২৩ পর্যন্ত ১ হাজার ৩৫৭টি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র পরিদর্শন করে প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে। **বিভাগীয় কমিশনার ময়মনসিংহ জানান যে,** মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রসমূহ ভ্রমণসূচি ব্যতীত এপ্রিল, ২০২২ হতে মার্চ, ২০২৩ পর্যন্ত ২৪টি আকস্মিক পরিদর্শন করা হয়েছে। এ বিভাগে ২৫টি বেসরকারি লাইসেন্সপ্রাপ্ত মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র (ময়মনসিংহ-১৭টি, নেত্রকোণা-৩টি, জামালপুর-৩টি ও শেরপুর-২টি) রয়েছে।	১) লাইসেন্সপ্রাপ্ত মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রসমূহে ভ্রমণসূচি ব্যতীত আকর্ষিক পরিদর্শন কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। ২) বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রসমূহ পরিদর্শনকালে নিরাময় কেন্দ্রের অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী চিকিৎসকসহ যে জনবল থাকার কথা তা আছে কিনা, সিসি ক্যামেরাসহ ভৌত অবকাঠামো এবং একই লাইন্সেসে দুটি নিরাময় কেন্দ্র চালানো হচ্ছে কিনা ইত্যাদি বিষয় যথাযথভাবে যাচাই করতে হবে।	**মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/বিভাগীয় কমিশনার (সকল)/ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ প্রধান**

ঘ. ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর :

ক্রম	বিষয় ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী

ক.	**দালাল কর্তৃক পাসপোর্ট প্রত্যাশীদের হয়রানি বন্ধকরণ :** পাসপোর্ট অফিসের আশেপাশে অবাঞ্ছিত ব্যক্তি ও দালাল দ্বারা সেবা গ্রহীতার হয়রানি বন্ধ করার লক্ষ্যে জেলা প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসনসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে সমন্বয় করে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করার নিমিত্তে সকল বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস এবং আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। বিষয়টি জেলা আইনশৃঙ্খলা কমিটির সভায় এজেন্ডাভূক্ত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকগণকে অনুরোধ করা হয়েছে। মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত আছে।	১) পাসপোর্ট অফিসের আশে-পাশে অবাঞ্ছিত ব্যক্তি ও দালাল দ্বারা সেবা গ্রহীতার হয়রানি বন্ধ করার নিমিত্ত নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে। ২) বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর কর্তৃক চালুকৃত কলসেন্টারের ব্যবহার বাড়াতে প্রচার-প্রচারনার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	**মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর/ বিভাগীয় কমিশনার (সকল) /নিরাপত্তা ও বহিরাগমন অনুবিভাগ প্রধান।**
খ.	**পাসপোর্ট প্রাপ্তির আবেদন :** পাসপোর্ট প্রত্যাশীদের পুলিশ প্রতিবেদন অনলাইনে প্রাপ্তির বিষয়টি স্ব স্ব জেলার আইন শৃঙ্খলা কমিটির সভায় উপস্থাপন ও এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সকল বিভাগীয়/আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। বিষয়টি জেলা আইনশৃঙ্খলা কমিটির সভায় এজেন্ডাভুক্ত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকগণকে অনুরোধ করা হয়েছে। • মিয়ানমার থেকে আগত রোহিঙ্গা নাগরিকগণ যাতে পাসপোর্ট পেতে না পারে সে জন্য সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা হচ্ছে। সকল বিভাগীয় ও আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসমুহের লোকাল সার্ভারের সাথে মিয়ানমারের রোহিঙ্গাদের বায়োমেট্রিক ইন্টিগ্রেশন করা হয়েছে। প্রত্যেক পাসপোর্ট আবেদনকারীর বায়োমেট্রিক চেক করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এ প্রক্রিয়ায় কেউ রোহিঙ্গা হিসেবে শনাক্ত হলে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার নিকট সোপর্দসহ জেলা প্রশাসন ও প্রধান কার্যালয়কে অবহিত করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এছাড়া মিয়ানমারের (রোহিঙ্গা) নাগরিকগণ যাতে বাংলাদেশ পাসপোর্ট পেতে না পারে সেজন্য বিষয়টি আইনশৃঙ্খলা কমিটির সভায় এজেন্ডাভুক্ত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিভাগীয়/আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস বরাবর পত্র প্রেরণ করত: বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকগণকে অবহিত করা হয়েছে।	১) Special Branch কর্তৃক সম্পাদিত পাসপোর্ট প্রত্যাশীদের প্রতিবেদন দ্রুত পাওয়ার লক্ষ্যে জেলা প্রশাসক/বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করতে হবে; ২) মিয়ানমার থেকে আগত আশ্রয়প্রার্থী রোহিঙ্গা নাগরিকগণ যেন বাংলাদেশি পাসপোর্ট না পায় সে জন্য সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে; সে	**মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর/ বিভাগীয় কমিশনার (সকল) /নিরাপত্তা ও বহিরাগমন অনুবিভাগ প্রধান।**

		বিষয়ে সকল বিভাগীয় কমিশনারগণ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। ৪) বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়, আঞ্চলিক কার্যালয় ও মিশনসমুহে অবস্থিত পাসপোর্ট উইং-এ পদায়নের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় সংখ্যক লোকবলের চাহিদা প্রস্তুত করে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	
গ.	**পাসপোর্ট অফিস ভবন নির্মাণ :** আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, বাগেরহাটের নতুন ভবন নির্মাণকাজ শেষ হয়েছে। দাপ্তরিক কার্যক্রম চলমান। • আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, গাইবান্ধায় হাইকোর্টে জমি অধিগ্রহণ বিষয়ে ৪৯৪৮/২০২০ নং রিট মামলা থাকলেও উক্ত মামলায় নিষেধাজ্ঞা না থাকায় কাজ চলমান। বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরকে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে (স্মারক নং-৫৪৯, তারিখ: ২৬.১২.২০২২)। মামলা মিমাংসায় সংশ্লিষ্টদের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। প্রকল্প পরিচালক নিজে মামলার কাগজপত্র নিযুক্তীয় বিজ্ঞ কৌশুলীর নিকট হস্তান্তর করেছেন। গাইবান্ধার নির্মাণকাজ ৯২% এর অধিক শেষ হয়েছে। মে, ২০২৩ এর মধ্যে ভবন হস্তান্তর করা যাবে। আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, ঠাকুরগাঁও এ সরকারি খাস জমি বন্দোবস্তের প্রস্তাব সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয় মহোদয় অনুমোদন করেছেন। অর্থছাড় সাপেক্ষে দাবিকৃত অর্থ পরিশোধ করা হবে। • আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, ঠাকুরগাঁও এর জমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। খাস জমির মূল্য বাবদ অর্থ পরিশোধ করা হয়েছে।	১) আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, বাগেরহাটের নির্মাণকাজ শীঘ্রই সম্পন্ন করত: উক্ত ভবনে কার্যক্রম শুরু করতে হবে। ২) আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, গাইবান্ধার নতুন ভবন নির্মাণের জন্য অধিকৃত জমি সংশ্লিষ্ট রিটের জবাব প্রদানসহ আনুসঙ্গিক বিষয়াদি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ৩) আঞ্চলিক	**মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর/ বিভাগীয় কমিশনার (সকল) /নিরাপত্তা ও বহিরাগমন অনুবিভাগ প্রধান।**

			পাসপোর্ট অফিস, ঠাকুরগাঁও এর ভুমি অধিগ্রহণ জটিলতা নিরসনের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ৪) স্থানীয় জেলা প্রশাসনের সহায়তা নিয়ে সিলেট বিভাগীয় পাসপোর্ট অফিসের প্রবেশ মুখের রাস্তা সম্প্রসারণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট এ বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করবেন। ৫) পাসপোর্ট অফিসে আগত বিপুল সংখ্যক সেবাপ্রার্থীর সুবিধার্থে পাসপোর্ট অফিসের নিকটবর্তী স্থানে গণশৌচাগার স্থাপনে স্থানীয় নগর কর্তৃপক্ষ বা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের সহায়তা চেয়ে পত্র দিতে হবে।	

ঘ.	**মিয়ানমার থেকে আগত আশ্রয়প্রার্থী রোহিঙ্গা নাগরিকদের নিবন্ধন :** ক্যাম্প এলাকা ত্যাগ করে কোন রোহিঙ্গা যাতে পাসপোর্টের আবেদন করতে না পারে সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার-কে অনুরোধ করা হয়েছে।	১) মিয়ানমার থেকে আগত আশ্রয়প্রার্থী রোহিঙ্গা নাগরিক যাতে ক্যাম্প এলাকা ত্যাগ করতে না পারে সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে; ২) মিয়ানমার হতে আগত রোহিঙ্গা আশ্রয়প্রার্থীগণের ক্যাম্পে মাদকবিরোধী কার্যক্রম প্রতিহত করার নিমিত্ত নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে।	**মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর/ বিভাগীয় কমিশনার (সকল) /নিরাপত্তা ও বহিরাগমন অনুবিভাগ প্রধান।**

৪। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি কর্তৃক সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মোঃ আবদুল্লাহ আল মাসুদ চৌধুরী
সচিব

স্মারক নম্বর: ৫৮.০০.০০০০.০১৪.১১.০০১.২৩.১০৬

তারিখ: ১৩ বৈশাখ ১৪৩০
২৬ এপ্রিল ২০২৩

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) সকল কর্মকর্তা, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
২) বিভাগীয় কমিশনার, খুলনা/রাজশাহী/সিলেট।/বরিশাল/ময়মনসিংহ/রংপুর/ঢাকা/চট্টগ্রাম
৩) অধিদপ্তর প্রধান (সকল), সুরক্ষা সেবা বিভাগ

মোঃ আমিন আল পারভেজ
উপসচিব